# ‘টিপাইমুখ বাঁধ প্রতিরোধ আন্দোলন-সিলেট’ কমিটি গঠিত

টিপাইবাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা প্রতিহত করার লক্ষ্যে সিলেটে আন্দোলনের বৃহত্তর মোর্চা গঠিত হয়েছে। ২০০৫ সালের ১-২ মার্চ সিলেট-জকিগঞ্জ লংমার্চ করার সময়ই বাসদ আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান সিলেটের সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতি টিপাইবাঁধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মোর্চা গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবারও শুরু থেকেই বাসদের উদ্যোগে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, মিছিল-সভা-সমাবেশসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের তাগিদ সর্ব মহলের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এরই এক পর্যায়ে গত ৭ জুন বাসদ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়, যার ভিত্তিতে গত ৯ জুন রাতে জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক লোকমান আহমেদের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় সিপিবি জেলা সভাপতি এড. বেদানন্দ ভট্টাচার্যকে আহ্বায়ক, লোকমান আহমদ, ই ইউ শহিদুল ইসলাম, মইনুদ্দিন আহমদ, উজ্জ্বল রায় ও সিকান্দার আলীকে যুগ্ম আহ্বায়ক এবং সভায় উপস্থিত সবাইকে সদস্য করে ‘টিপাইমুখ বাঁধ প্রতিরোধ আন্দোলন-সিলেট’ কমিটি গঠিত হয়েছে।

এর আগে বাসদ সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ৭ জুন বিকেল ৫টায় স্থানীয় জাতীয় শিক্ষা কেন্দ্রে টিপাইবাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ সিলেট জেলা শাখার সমন্বয়ক উজ্জ্বল রায়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাসদ আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান। বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সিলেট জেলা শাখার সভাপতি হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বায়ক ও সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুজ জহির চৌধুরী সুফিয়ান, গণতন্ত্রী পার্টির সভাপতি ব্যারিস্টার মোঃ আরশ আলী, সিপিবি সিলেট জেলা সভাপতি এড. বেদানন্দ ভট্টাচার্য, জাসদ সাধারণ সম্পাদক লোকমান আহেমেদ, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ আরিফ মিয়া, ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, শাবিপ্রবির সহযোগী অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম চৌধুরী, এমসি কলেজের শিক্ষক নিখিল নীল, সিলেট মেট্রোপলিটন বিজনেস ফাউন্ডেশনের সভাপতি ফারুক মাহমুদ চৌধুরী, অধ্যক্ষ ব্রজগোপাল চৌধুরী, যুব ইউনিয়নের সভাপতি মইনুদ্দিন জালাল, সিপিবির সাধারণ সম্পাদক এড. আনোয়ার হোসেন সুমন, শাবিপ্রবির প্রভাষক আফসানা সালাম, চা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি হৃদেশ মুদি ও মাসিক বিশ্ব বাংলার সম্পাদক মোহিত চৌধুরী প্রমুখ।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ভারতের সাথে আমাদের শুধু টিপাইবাঁধ নিয়ে সমস্যা নয়, তাদের সাথে আমাদের অনেক বিষয় অমীমাংসিত। গঙ্গার পানিচুক্তি যখন হয় তখনই উচিত ছিল সমস্ত বিষয় অর্থাৎ অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নীতি, ছিটমহল সমস্য, সমুদ্রসীমা সমস্যাসহ সকল বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা। ১৯৭৩ সালে আমরা ভারতকে বেরুবাড়ী হস্তান্তর করলেও ভারত আমাদেরকে আজ পর্যন্ত তিনবিঘা দেয়নি। বিগত সময়ে বিএনপি-জামাত জোট সরকারও ভারতের এ সকল অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেনি, বর্তমান সরকারও নির্বিকার।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য টিপাইবাঁধের বিরুদ্ধে কার্যকর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, সরকারের মন্ত্রীরা যাই বলুক এ বাঁধ যে আমাদের ভয়ানক ক্ষতি করবে সেটা আমরা বুঝেছি। সরকারকে এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নিতে বাধ্য করতে হবে।

আব্দুজ জহির চৌধুরী সুফিয়ান বলেন, নদীতে বাঁধ দিলে কী হয় সেটা আমরা ফারাক্কা বাঁধের পরিণতি থেকে বুঝি। পিনাক রঞ্জন চক্রবর্ত্তীর বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, তিনি বাংলাদেশের মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন। তিনি ভারত সরকারকে বাংলাদেশের মানুষের আবেগের প্রতি সম্মান দেখিয়ে এ পরিকল্পনা থেকে সরে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

ব্যারিস্টার আরশ আলী বলেন, বাসদ দীর্ঘদিন ধরে টিপাই বাঁধের বিরুদ্ধে লংমার্চ, জনসভা, সমাবেশ-গণসংযোগ, স্বাক্ষর সংগ্রহসহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরির চেষ্টা চালিয়ে আসছে। বিষয়টি রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে। তেল-গ্যাস, বন্দর রক্ষার ও অর্পিত সম্পত্তি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, সম্মিলিত আন্দোলনই টিপাই বাঁধ প্রকল্প থেকে ভারতকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করতে পারে।

এড. বেদানন্দ ভট্টাচার্য বলেন, টিপাইবাঁধ হলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো এ বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। জাতীয় স্বার্থ, জনগণের জানমাল রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের হলেও আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যাদের তারা তা পালন করে না। বিশ্বব্যাংকসহ সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলো এ অঞ্চলের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ

অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায়। ফলে, সরকারের মধ্যে থাকা বিশ্বব্যাংকের এজেন্টরা টিপাইমুখে উৎপাদিত বিদ্যুৎ আমাদের দেশে আমদানি করার কথা শোনাচ্ছেন। এদের চরিত্র জনগণের সামনে উন্মোচন করতে হবে।

লোকমান আহমদ বলেন, আমরা যেমন করে তেল-গ্যাস রক্ষার আন্দোলন শুরু করেছিলাম, অর্পিত সম্পত্তি আইন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম, সেভাবেই আমরা টিপাইবাঁধের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা ঘটাতে চাই। এ বাঁধ প্রতিরোধ করতে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যা যা করার তাই করতে হবে।

সভায় টিপাই বাঁধের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

## টিপাইবাঁধ বিরোধী প্রতিবাদ অব্যাহত : সিলেটের জসভায় পুলিশী বাধা

টিপাইমুখে ভারত কর্তৃক বাঁধ নির্মাণ করে বাংলাদেশকে মরুভূমি বানানোর চক্রান্তের প্রতিবাদে গত ৬ জুন সিলেট নগর ভবন পয়েন্টে অনুষ্ঠিত জনসভায় পুলিশ বাধা প্রদান করে। পূর্ব অনুমতি থাকা সত্ত্বেও জনসভা শুরুর মুহূর্তে পুলিশ সমাবেশস্থল দখল করে নেয় এবং মঞ্চ লণ্ডভণ্ড করে দেয়। পরে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদের মুখে পুলিশ সরে যায়। এর ফলে নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে জনসভার কাজ শুরু হয়।

সিলেট জেলা বাসদ সমন্বয়ক উজ্জ্বল রায়ের সভাপতিত্বে এবং এড. হুমায়ূন রশীদ সোয়েবের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় বর্ধিত ফোরাম সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিলেট জেলা সিপিবির সভাপতি এড. বেদানন্দ ভট্টাচার্য, গণতন্ত্রী পার্টির জেলা সভাপতি ব্যারিস্টার আরশ আলী, জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক লোকমান আহমদ, ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, হবিগঞ্জ জেলা বাসদ সমন্বয়ক এড. জুনায়েদ আহমদ, মৌলভীবাজার জেলা বাসদের সংগঠক মামুনুর রশীদ সোহেল, ছাত্রনেতা উজ্জ্বল রায়, আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোহনা সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি মনোয়ার হোসেন মনির প্রমুখ।

গত ১৩ মে বিকেলে বাসদের উদ্যোগে ঢাকার মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বজলুর রশীদ ফিরোজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড খালেকুজ্জামান, কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী ও রাজেকুজ্জামান রতন।

১১ জুন বিকেল ৪ টায় মুক্তাঙ্গনে টিপাইবাঁধের বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন রওশোন আরা রুশো, তাহেরা বেগম জলি, সুলতানা আখতার রুবি, শম্পা বসু এবং পরিচালনা করেন তাসলিমা নাজনীন সুরভী।

ছাত্র ফ্রন্ট শাবিপ্রবি শাখার উদ্যোগে ৪ জুন বিক্ষোভ মিছিল শেষে তামান্না আহমদের পরিচালনায় ও কপিল রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শুভাশিস দাশ, কাজল দাশ ও ফারহানা ইয়াসমিন প্রমুখ। এছাড়া এ বিষয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।